Bhavan's Tripura Vidyamandir

2nd Terminal Examination : (2024-25)

Class: -11 **Subject: - Bengali**

Time: - 3 Hours Total: -80 Marks

Name of the student: Roll Sec

General Instructions :

1. The question paper contains 6 printed pages.
2. The question paper contains 17 questions.
3. The question paper is divided into two parts.
   - PART - A : Objective type paper (MCQ) : 25 Marks
   - PART - B : Descriptive paper : 55 Marks

---

4. PART – A, has three Sections : (MCQ)
   - Section - A : Reading (Unseen comprehension) : 10 Marks
   - Section - B : Grammar : 05 Marks
   - Section - C : Main Course Book & Supplementary Reader /Non detailed Text : 10 Marks
5. PART - B : has three Sections : (Subjective)
   - Section - B : Grammar : 8 Marks
   - Section - C : Main Course Book & Supplementary Reader /Non detailed Text : 35 Marks
   - Section - D : Creative Writing : 12 Marks

PART : A

SECTION-A (READING) (Unseen Comprehension)

1. নিচের অনুচ্ছেদ দুটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরটি বেছে লিখ: 2 (1×5) =10

A.লোকশিল্পের একটি আঙ্গিক থেকে এক জনপ্রিয় শিল্পধারার উত্তরণ ই কালীঘাটের পটচিত্র বৃত্তান্ত। কালীঘাটের পটুয়ারা ছিল মূলত গ্রামের শিল্পী। উনিশ শতকের এমন একটা সময়ে তারা কলকাতায় এলেন যখন শহরটার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বদলে যাচ্ছে। একদিকে সাহেবদের নকল করে নতুন সব আদব-কায়দা চালু হচ্ছে অন্যদিকে মোগল আমলের দরবারী রীতিনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটছে। মঞ্চে তখন নবরূপে উপস্থিত সংস্কৃত নাটক।

কৃষ্টির এই বিভিন্ন ধারার সঙ্গে গ্রামীণ শিল্পের সংঘাত আর সেই সংঘাত থেকে জন্ম নিল কালিঘাটের পট। ফলে পটচিত্র হয়ে উঠল নাগরিক, উদার, সৃজনশীল। পটশিল্পীদের ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখব, পটুয়ারা একসময় মূর্তি গড়তেন, পুতুল বানাতেন, কুমোরদের হয়ে মাটির মূর্তিতে রং লাগাতেন। এইসব পটুয়াদের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনতে পাওয়া যায়। দেবদেবীর অজস্র মূর্তি গড়েছেন তারা। যেমন রাধা-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-বলরাম, কার্তিক, গণেশ, দুর্গা,লক্ষ্মী গৌর-নিতাই প্রমূখ। আবার কালীঘাটের পটুয়ারাও সচরাচর এইসব দেবদেবীর ছবিই আঁকতেন।

উনিশ শতকে বাংলার কুমোররা পোড়ামাটির মূর্তি রং করতে রাসায়নিক রং ব্যবহার করতেন না। লাল রংয়ের জন্য ব্যবহার করতেন সিসে, উদ্ভিজ্জ নীল ব্যবহার করতেন নীল রঙের জন্য আর কালো রঙের জন্য ব্যবহার করতেন কালি কিংবা চালপোড়া আর নয়তো পুড়ানো নারকেলের খোলা। এইসব রঙের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হতো তেতুল বিচির আঠা। এই আঠার জন্যই মাটির গায়ে রং এঁটে বসে যেত। পটুয়ারাও একই রীতিতে রং তৈরি করতো।

পুরোনো অসম্পূর্ণ মূর্তি দেখে এবং প্রচলিত রীতির খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে প্রথমে পটুয়ারা চুন অথবা খড়ির প্রলেপ লাগাতেন পুরো মূর্তিটায়। তারপর একটার পর একটা রং চড়াতেন।আগে রং করা হতো মূর্তির শরীরের দৃশ্যমান অঙ্গে, যেমন মুখে। কালিঘাটের পটুয়ারাও ঠিক একই পদ্ধতিতে রং চড়াতেন।

I. পটল শিল্পীদের ইতিহাস ঘাটলে এদের জীবিকা সম্পর্কে কি জানা যায়

A. এরা চাষবাস করত B. এরা একসময় মূর্তি গড়তো, পুতুল বানাত

C. ব্যবসা করত D. কালি বানাত

II. মন্তব্য বিষয়ে প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য?

মন্তব্য (ক) : পটুয়ারা উনিশ শতকের এমন একটা সময় কলকাতায় এলো যখন শহরের সাংস্কৃতিক পরিমাণ্ডল বদলে যাচ্ছে।

মন্তব্য (খ) : কারণ তখন সাহেবদের নকল করে নতুন সব আদবকায়দা চালু হচ্ছে,তেমনি দরবারী রীতিনীতির ও পুনরুজ্জীবন ঘটছিল।

A. মন্তব্য (ক) সঠিক, কিন্তু মন্তব্য (খ) গ্রহণযোগ্য নয়

B. মন্তব্য (খ) সঠিক, কিন্তু মন্তব্য (ক) গ্রহণযোগ্য নয়

C. মন্তব্য(ক) এবং মন্তব্য (খ) - দুটোই সঠিক

D.মন্তব্য(ক) এবং (খ) - কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়

III. কালীঘাটের পটুয়ারা কোথাকার লোক ছিল?-

A.গ্রামের B. শহরের C. কালীঘাটের D. নদীর পাড়ের।

IV. রঙ এঁটে যাওয়ার জন্য কী মেশানো হতো?-

A. গমের আঠা B.নারকেল C.তেতুঁল বিচির আঠা D.ফেবিকল

v. অসম্পূর্ণ শব্দটির সমার্থক শব্দ হলো-

A. সম্পূর্ণ B. শেষ না হওয়া C. শেষ D. শুরু

B.মাঠের মধ্যে ছোট্ট শহর শিলিগুড়ি।চারিদিকে পাহাড়তলীর অরণ্য-তরাইয়ের গভীর জঙ্গল।তার মাথার উপর চলে গেছে একটার পর একটা পাহাড়। শিলিগুড়ি পেরিয়ে একটু ডান দিকে ঠিকরে গেল রাস্তাটা। সামনে একটা লম্বা যেমন তেমন কাজ চালানো গোছের পুল।নিচ দিয়ে বয়ে গেছে খরস্রোতা তিস্তা।লেপচারা বলে রংতু বা সিধা নদী। বড় বড় পাথর আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুড়ি খড়ের কুটোর মতো ভেসে চলেছে তার ক্ষুরধার জলে।

যেতে যেতে ছোট্ট একটা নেহাৎ নগণ্য স্টেশনে গাছপালার ভেতর দিয়ে আকাশের কপালের কাছটায় সোনার টায়রার মত ঝলমল করে উঠলো কী ওটা?একদল চেচিয়ে উঠলো-কাঞ্চনজঙঘা। সকালের সোনালী রোদ্দুর এসে পড়েছে বরফে মোরা পাহাড়ের চূড়ায়।সেদিকে তাকিয়ে চোখের পলক পড়তে চায় না। যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে সেই দৃশ্য।

গাড়ি এসে থামে রাজভাতখাওয়ায়। স্টেশনের গায়ে ছোট্ট চায়ের দোকান। বেটে বেটে কাচের গেলাস।গেলা যায় না এমন বিশ্রী চা।তারই দাম দু-আনা। বাইরের উটকো লোক। কাজেই দ্াও মেরে নেবে।

1.অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ছোট শহর -

ক. দিল্লি খ.পালামৌ গ.কাঞ্চনজঙঘা ঘ.শিলিগুড়ি

2. লেপচারা তিস্তাকে বলে-

ক.তিস্তা নদী খ.সিধা নদী গ.নামানাদি ঘ.পাহাড়

3. রাজভাতখাওয়া স্টেশনে চায়ের দাম ছিল বেশি বলে কথকের মনে হয়েছে। কারণ

মন্তব্য (ক) চায়ের গ্লাস গুলি ছিল ছোট।

মন্তব্য (খ) বাইরের লোকেরা আসেন বলে সুযোগ বুঝে দাম বাড়িয়ে রেখেছে।

ক) মন্তব্য (ক) সঠিক কিন্তু মন্তব্য (খ)ভুল।

খ) মন্তব্য(ক)ভুল কিন্তু মন্তব্য (খ)সঠিক।

গ) মন্তব্য (ক)এবং মন্তব্য(খ) দুটোই সঠিক।

ঘ) মন্তব্য (ক)এবং মন্তব্য (খ) দুটোই ভুল।

4.নগণ্য স্টেশনে গাছপালার ভেতর দিয়ে যে পাহাড়টিকে দেখা গেছে সেটি কোনটি-

ক.হিমালয় পর্বত খ.কাঞ্চনজঙঘা

গ.হিমাদ্রি পর্বত ঘ.জম্পুই পাহাড়

5. অনুচ্ছেদটিতে এমন একটি শব্দ খুঁজে বের করো যেটি ' ক্ষুদ্র' এর বিপরীত-

ক. বিশ্রী খ. ছোট্ট গ. ক্ষুরধার ঘ. প্রকাণ্ড

SECTION-B (GRAMMAR)

২.নিচের ব্যাকরণগত প্রশ্নগুলি পড়ে সঠিক উত্তরটি বেছে লিখ:(যেকোনো পাঁচটি) ১×৫=৫

ক. 'ভিতরে আসা হোক' -কতৃ বাচ্যে রূপান্তর করলে হবে

১. ভিতরে আসতে বলা হচ্ছে। ২. ভিতরে আসুন।

৩. তুমি ভিতরে আসো। ৪. এখনই তোমাকে ভিতরে আসতে হবে।

খ. 'আহা,কি দেখিলাম!'--ভাববাচ্যে রূপান্তর করলে হবে

১. আহা,কি দেখা হইল। ২. আহা অপূর্ব দেখিলাম।

৩.দারুন কিছু দেখিলাম। ৪.যা দেবে তা পাবে।

গ. 'এই দন্ড মঞ্জুর করুন'- কর্মবাচ্যে রূপান্তর করলে হবে

১. এই দণ্ড নামঞ্জুর হোক ২. দন্ড মঞ্জুর হোক

৩. এই দন্ড মঞ্জুর করা হোক ৪. এই দন্ড মানা হোক

ঘ. "জন্ম জন্মান্তরে ও ভুলিব না "এই বাক্যটিকে ভাবাচ্যে রূপান্তর করলে হবে-

১. জন্ম জন্মান্তরেও ভোলা যাইবে না। ২. জন্ম জন্মান্তরেও ভুলবো না।

৩. জন্ম জন্মান্তরে ভুলতে পারবোনা। ৪. জন্ম জন্মান্তরে ভোলা যাবে না।

ঙ. শিক্ষক মহাশয় বললেন যে এই গাছের ফল হবে না। -প্রত্যক্ষ উক্তিতে রূপান্তর করলে হবে

১. এই গাছ এ ফল হবে না।

২. পন্ডিত মহাশয় বলেন 'এই বীজে গাছ হবে'

৩. শিক্ষক মহাশয় বললেন 'এই গাছে ফল হবে না'

৪. শিক্ষক বললেন এই গাছে ফল হবে।

চ. মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন "যথাযথ শিক্ষা দাও"- পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করলে হবে

১.মন্ত্রীকে ডাকিয়ে বলিলাম যথাযথ শিক্ষা দাও।

২.মন্ত্রীকে ডাকিয়া যথাযথ শিক্ষা দিতে বলিলেন।

৩.মন্ত্রীকে বলিলেন যথাযথ শিক্ষিত করো।

৪.মন্ত্রীকে বলিলেন যথাযথ শিক্ষা দাও।

SECTION-C

(MAIN COURSE BOOK)

3. পাঠ্য প্রবন্ধ থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি বেছে লিখ : (যেকোনো পাঁচটি)। 1×5=5

I) 'গ্যালিলিও তাসকানির ডিউকের কাছ থেকে মাহিনা হিসেবে কত পেতেন বছরে ?

A) ১০০ স্কুডি B)২০০০ স্কুডি C)১০০০ স্কুডি D) ৬০ স্কুডি

II)'গ্যালিলিওর ছোট ভাইয়ের নাম ?

A) মাইকেল এঞ্জেলা B) পেত্রাক C)মাইকেল D)মোহাম্মদ

III) গ্যালিলিও শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন কত খ্রিস্টাব্দে?

A) ১৮৫৮ B) ১৮৮৮ C) ১৫৮৮ D)১৫৮৯

IV) গ্যালিলিওর অভিভাবকরা ভেবেছিলেন অর্থাগমের বিপুল সম্ভাবনা আছে-

A)ডাক্তারিতে B) ব্যবসায় C) চাকরিতে। D)অধ্যাপনায়

V)'গ্যালিলিও র গভীর বিশ্বাস ছিল

A)টলেমির মতাদর্শে
B)কোপার্নিকাসের বিশ্ববিন্যাসে
C)এরিস্টোটলের দার্শনিক তত্ত্বে
D) জ্যোতির্বিদ্যায়

VI) গ্যালিলিও দেখলেন বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করছে
A)চারটি উপগ্রহ
B)দুটি উপগ্রহ
C)পাঁচটি উপগ্রহ
D)তিনটি উপগ্রহ।

4.পাঠ্য সহায়ক পাঠ থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :
(যেকোনো পাঁচটি)
1×5=5

i) ও যেখানে বসে আছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছায় না-কাকে উদ্দেশ্য করে এই কথাটি বলা হয়েছে
A.বিশ্বম্ভর B.পঞ্চক C.মহা পঞ্চক D.দাদা ঠাকুর

ii) " না আমি সমস্ত চুরমার করি ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি"- দাদা ঠাকুর কাকে এ কথাটি বলেছে?
A. সুভদ্র B. সঞ্জীব C.মহাপঞ্চক D. প্রথম বালক

iii) আচার্যকে স্নান করাবার জল কোন নদী থেকে তুলে আনতে গিয়েছিল?
A.পাটলা নদী B.গঙ্গা C.গোমতী D.মহানদী

iv) কার্য-কারণ বিষয়ে প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য ?
কার্য: তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছো। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে।
কারণ (ক): মহাপঞ্চকের এরূপ বিশ্বাস কারণ সে মন্ত্র বলে সমস্ত কিছু সাধন করতে পারে।
কারণ (খ): মহাপঞ্চক বিশ্বাস করে ম্লেচ্ছরা কখনোই অচলায়তনে প্রবেশ করতে পারবে না।
A. কারণ (ক) ও (খ) - দুটোই ঠিক
B.কারণ (ক) ও (খ) - দুটোই ভুল
C. কারণ (ক) ঠিক কিন্তু '(খ) ভুল •
D.কারণ (খ)ঠিক কিন্তু (ক) ভুল

v) "দ্বারে দাঁড়িয়ে যে মহারক্ষা পড়বে সে গর্ভের কততম সন্তান হবার কথা মহাপঞ্চক বলেছিলেন?
A. প্রথম B. চতুর্থ C. নবম D. ১৯তম

vi) "ওদের সেই ভাঙ্গা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব" - বক্তাকে
A. মহা পঞ্চক B. আচার্য C. উপাধ্যায় D. দাদা ঠাকুর

PART - B :

(DESCRIPTIVE QUESTIONS)
SECTION-B(GRAMMAR)

5) নিম্নলিখিত যেকোনো একটি র দুটি উদাহরণ সহ সংজ্ঞা লেখ। 4×1=4
বিদেশী শব্দ, তদ্ভব শব্দ

6):-

i) বাচ্য পরিবর্তন কর : 2×1=2
ক)আমার প্রাণ রক্ষা করুন। (ভাব বাচ্য)
খ) নিবিড় বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। (কর্তৃবাচ্য)
গ) সবাই হাততালি দিচ্ছে। (কর্ম বাচ্য)

ii) উক্তি পরিবর্তন কর: 2×1=2
ক) পন্ডিত মশায় বললেন, "এই বীজে অঙ্কুরোদগম হবে না"(পরোক্ষ)

খ) ছেলেটা বলল যে সে দেখে নি। (প্রত্যক্ষ)

গ) সেকেন্দার বললেন, "কী বিচিত্র এই দেশ, সেলুকাস!"(পরোক্ষ)

SECTION - C

Supplementary Reader/Non Detailed Test

7):-

ক) "আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয়ই বিস্তৃত হবেন না"-

A. কার লেখা কোন গল্পের অংশ? তার আসল উদ্দেশ্য কোনটি?

B. সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যক্তি কি করলেন লেখ। 2+3=5

অথবা

খ)"ছেলের নামে কলঙ্ক এনেছে সে"-

A. কে ছেলের নামে কলঙ্ক এনেছে?

B. উক্তিটির মধ্য দিয়ে লেখক কি বুঝাতে চেয়েছেন এবং বক্তার কেন এরূপ মনে হয়েছে সংক্ষেপে লেখ।

8)"মনে হবে তেলেনাপোতা বলে কোথায় কিছু সত্য নেই"- এরকম মনে হবার কারণ কি? 2

9) ক)"একেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা"-উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

অথবা 3

খ) "এইবার সৌখির মা ভেঙ্গে পড়ল"- কখন এবং কেন সে ভেঙ্গে পড়েছিল?

10) স্বপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে লেখো: 5×1=5

"আমরা তো অল্পে খুশি"

অথবা

"সিংহেরে ভয়ে রাখে পিঞ্জরে
ব্যাঘ্ররে হানে অগ্নি শেল"

11):-

ক)"আবার সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ্য যোজন ফাঁক রে"- তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর

অথবা 3

খ)"আমাদের শুকনো ভাতে লবণের ব্যবস্থা হোক" কেন কবির এই দাবি?

12):-

ক) "সে যেখানে গেছে সেটা ধোকা!"

A.কার লেখা কোন কবিতার অংশ?

B.লাইনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর?

অথবা 2+3=5

খ)"আমি তবু পরের শ্রেণীতে যাব"

A. কার লেখা কোন কবিতার অংশ?

B. এই উক্তিটির মধ্যে কবির যে ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে তা বুঝিয়ে লেখ।

13):-

ক)" জগতে তিনি যে সত্যের আলো জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন তার শিখা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করেছে দিনে দিনে"-

A.কাকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি বলা হয়েছে এবং তিনি কোন সত্যের শিখা জ্বালিয়েছিলেন?

B. সেই শিখা কিভাবে উজ্জ্বলতার হয়েছে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা 2+3=5

খ)" চারশত বছর বাদেও তাঁর প্রতি নানা লোকের ভক্তির অর্ঘ্য সেই সত্যের জয় ঘোষণা করছে।সত্যমেব জয়তে"-

A. আলোচ্য উক্তিটি কোন প্রবন্ধ থেকে সংকলিত হয়েছে এবং কার উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য?

B. প্রাবন্ধিকের এরূপ মন্তব্যের কারণ কি?

14):-

ক)" আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করবো না তোমাকে প্রণত করব

A.বক্তা কাকে উদ্দেশ্য করে,কখন এ কথাটি বলেছেন ?

B.এর প্রসঙ্গ আলোচনা কর।

অথবা 5×1=5

খ)"অচলায়তনে এবার মন্ত্র ঘুচে গান আরম্ভ হবে, এই বোবা পাথরগুলো থেকে সুর বেরোবে"

A. অংশটি গুরু নাটকের কোন পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ এবংএর বক্তা কে?

B. এ অংশের প্রসঙ্গ উল্লেখ কর।

15:-

ক) "ভুল করেছিলাম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারিনি" -ভুল করেছেন যেন তিনি কেন ভুল ভাঙতে পারেননি? অথবা 2

খ) "এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় শিলা জলে ভাসে"- উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

SECTION -D

Creative Writing

16. সারাংশ লিখ: (6×1=6)

যারা শক্তিমান তারা উদ্ধত। দুঃখীদের মধ্যে আজ সেই প্রেরণা শক্তি সঞ্চারিত হয়ে তাদের অস্থির করে তুলেছে, তাকে বলশালীরা বাইরে থেকে ঠেকাবার চেষ্টা করছে, তার দূতদের ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না, তাদের কণ্ঠ দিচ্ছে রুদ্ধ করে। কিন্তু আসলে যাকে সবচেয়ে ওদের ভয় করা উচিত ছিল সে হচ্ছে দুঃখীর দুঃখ কিন্তু তাকেই এরা চিরকাল সবচেয়ে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত। নিজেদের মুনাফার খাতিরে সেই দুঃখ এরা বাড়িয়ে তুলতে ভয় পায় না। হতভাগ্য চাষীকে দুর্ভিক্ষের কবলের মধ্যে টেনে ধরে শতকরা ২০০ ৩০০ হারে মুনাফা ভোগ করতে এদের হৃদকম্প হয় না, কেননা সেই মুনাফা কে এরা শক্তি বলে জানে। কিন্তু মানুষের সমাজে আতিশয্যের মধ্যেই বিপদ, যে বিপদকে কখনোই বাইরে থেকে ঠেকানো যায় না। অতিশয় শক্তি অতিশয় অশক্তির বিরুদ্ধে চিরদিন নিজেকে বাড়িয়ে চলতেই পারে না। ক্ষমতাশালী যদি আপন শক্তিমদে উন্মুক্ত হয়ে না থাকতো, তাহলে সবচেয়ে ভয় করত এই অসাম্যের বাড়াবাড়িকে কারণ অসামঞ্জস্য মাত্রই বিশ্ববিধির বিরুদ্ধে।

17:-

A.মানব কল্যাণে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ প্রস্তুত করো।

অথবা 6

B. শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ প্রস্তুত কর।